কালের কণ্ঠ

তারিখ ··28 DEC 2016··
পৃষ্ঠা ··৬·৪·· কলাম ··১··

কলেজ নিয়ে বাণিজ্য

নিয়ম মেনে শিক্ষক নিয়োগ দিন

রাষ্ট্রের বিধিবিধান কেউই লঙ্ঘন করতে পারেন না—কথাটি আইনের সব রক্ষক কিংবা বিধানপ্রণেতাদের ক্ষেত্রে আরো বেশি করে প্রযোজ্য। কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য (জাতীয় পার্টি) ক্ষমতার অপব্যবহার করে জেলার ফুলবাড়ী মহিলা ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রার্থীদের ঢাকায় এনে পরীক্ষা নিয়েছেন। কাজটি তিনি করেছেন সংসদ ভবনের নিজ কার্যালয়ে। এর আগে তিনি স্পিকার কিংবা সংশ্লিষ্ট কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেননি। অভিযোগ উঠেছে, আট থেকে ১৫ লাখ টাকা করে ঘুষ নিয়ে আগেই ঠিক করা হয়েছিল কারা নিয়োগ পাচ্ছেন। শুধু নির্বাচিত প্রার্থীদের ডেকে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রক্রিয়াটি যাতে বৈধতা পায়, সে জন্য সঙ্গে রাখা হয় বেশ কিছু ডামি নিয়োগ প্রার্থীও। অনিয়মের ব্যাপারটি অতিগোপনে সারতে সংসদ সদস্য জাতীয় সংসদকেই নিরাপদ স্থান মনে করেছেন!

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নির্বাচিত অনেক জনপ্রতিনিধি বাণিজ্য ফেঁদে বসেছিলেন। পরিচালনা কমিটির সভাপতি পদ দখল করে নিয়ে সংসদ সদস্যরা নানা সুবিধা নিচ্ছিলেন বলেই উচ্চ আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নির্বাচনের বিধান বাতলে দেন। সর্বোচ্চ আদালতের এ রায় অনুসরণে অনেকেই গড়িমসি করছেন। কুড়িগ্রামের সংসদ সদস্য তাজুল ইসলাম একজন আইনপ্রণেতাই শুধু নন, সংসদে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপের পদবিটিও তাঁর। রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ সংসদ ভবনের মর্যাদা রক্ষায় তাঁর কাছ থেকে আরো দায়িত্বশীল আচরণই প্রত্যাশিত ছিল।

দায় এড়াতে পারে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও। কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সাবিহা খাতুন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পরীক্ষার সময় উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তিনি নিজে না এসে কলেজের উপাধ্যক্ষকে পাঠান। অধ্যক্ষ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কোথায় পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সেটা আমার জানা নেই।' জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছে নিয়োগপ্রক্রিয়া তদারকির জন্য। কোথায় পরীক্ষা হচ্ছে—এ সাধারণ তথ্যটিও তাঁর জানা থাকবে না—এ দাবি কি বিশ্বাসযোগ্য? শিক্ষকরা হবেন জ্ঞানে-গুণে যোগ্য, অনুকরণীয়। উচ্চশিক্ষা দানের মতো পেশায় প্রবেশই যাঁদের হচ্ছে দুর্নীতির মাধ্যমে, তাঁদের থেকে ছাত্রছাত্রীরাই বা কী পাবে?

শিক্ষা খাতে এক ধরনের নৈরাজ্যই যেন চলছে। মাঝেমধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। শিক্ষার্থী ভর্তি থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ—সবখানে অনিয়ম ঢুকে পড়েছে। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিদের জড়িয়ে পড়া সমস্যাকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এ কারণেই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পদে সংসদ সদস্যদের মনোনয়নের ওপর সর্বোচ্চ আদালত যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন, তা দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি। সব নিয়ম মেনেই ফুলবাড়ী মহিলা কলেজের নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে। অনিয়মের সব অভিযোগ তদন্ত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।